যুগান্তর

13 MAY 2008

মেডিকেল কলেজে পড়াশোনায় বিদেশীদের আগ্রহ বাড়ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

বাংলাদেশের সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়ছে। ১৫টি সরকারি ও ৩৪টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজে প্রতিবছর চারশ'রও বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি হচ্ছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, কয়েক বছর আগে ৩৮ সার্কভুক্ত দেশের ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির আগ্রহ দেখালেও বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশ ছাত্রছাত্রী ভর্তির ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করছে। স্বাস্থ্য অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে আমেরিকা, লন্ডন, কানাডা, মালয়েশিয়া, জর্দান, প্যালেস্টাইন, ইরাক ও ইরানের ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করছেন।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, বিদেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তির নামে দেশে ও বিদেশে কনসালটেন্সি ফার্মের নামে একশ্রেণীর প্রতারক দালাল চক্র গড়িয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজে ভর্তির নিশ্চয়তা দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশের বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করছে। তাদের সহায়তাকারী হিসেবে এদেশের কমিশনভুক্ত এজেন্টরা কাজ করছে। দেশী-বিদেশী এজেন্টরা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মোটা অংকের টাকার চুক্তিতে ভর্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র প্রেরণ থেকে শুরু করে ভর্তির যাবতীয় কাজ করে দিচ্ছে। বাংলাদেশে পড়াশুনার খরচ সম্পর্কে তাদের ভালো ধারণা না থাকায় বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা প্রতারকদের ফাঁদে পড়ছেন। ভর্তির পর তারা জানতে পারছেন প্রতারক চক্র প্রকৃত ভর্তি ফি'র চেয়ে অনেক বেশি টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বিশেষ করে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রতারণা বেশি হচ্ছে। নাম প্রকাশ না করার শর্তে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, বিভিন্ন দেশের দূতাবাসের মাধ্যমে তারা এ সম্পর্কিত বেশকিছু অভিযোগ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক মেডিকেল শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শিক্ষায়েত উল্লাহ যুগান্তরকে বলেন, বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষার মান দিনকে দিন বাড়ছে। মেডিকেল কারিকুলামে কমিউনিটি ও বিহেভিবিয়ারেল সায়েন্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ব্যাপক কারিকুলাম ও রোগীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় ছাত্রছাত্রীরা ভালো পড়াশুনার সুযোগ পায়। এ কারণে বিভিন্ন দেশের আগ্রহ ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

আগামী সেশন থেকে বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক টিউশন ফি বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা চলছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে বিদেশী বাংলাদেশী ছাত্রছাত্রীদের মতো নামমাত্র খরচে পড়াশুনার সুযোগ পাচ্ছে। সার্কভুক্ত ছাড়া অন্যান্য দেশের ছাত্রছাত্রীদের বছরে মাত্র ২ হাজার ডলার ব্যয় করতে হয়। তিনি এই অংক বাড়িয়ে ৫ হাজার ডলার করার চিন্তা-ভাবনা চলছে বলে জানান।

সরকারি মেডিকেল কলেজে পড়াশুনার খরচ সীমিত হওয়ায় বিদেশী ছাত্রছাত্রীরা প্রথমে সরকারি মেডিকেল কলেজেই ভর্তির আগ্রহ দেখান। এজন্য তারা দালাল চক্রকে কয়েক লাখ টাকা কমিশন দিতেও রাজি হন। জানা গেছে, সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি বাবদ একেকজন বিদেশী ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে দালাল চক্র অতিরিক্ত ৩ থেকে ৪ হাজার ডলার থেকে সর্বোচ্চ ১০ হাজার ডলার হাতিয়ে নিচ্ছে।